ছোটদের ঈমান সিরিজ ১

আল্লাহ আমার রব

সত্যায়ন
প্রকাশন

২

এক কৃষকের গল্প

এক কৃষকের গল্প শোনো...

সে ধান চাষ করত। বীজ বুনত মাঠে। নানান ফসল ফলাত। এতেই তার সংসার চলে যেত। কিন্তু তেমন পড়ালেখা জানত না সে। তাই এক দুষ্ট লোক তাকে ফাঁদে ফেলতে চাইল।

দুষ্ট লোকটি ভাবল, কৃষক তো পড়ালেখা তেমন জানে না। খুব সহজেই ওকে ফাঁদে ফেলা যাবে।

দুষ্ট লোকটি একদিন কৃষকের কাছে গেল। গিয়ে বলল, ‘আল্লাহ যে আছেন, তার প্রমাণ দিতে পারবে?’

কৃষকটি জমিতে কাজ করছিল। সে মাথা তুলে দাঁড়াল। এরপর আকাশের দিকে তাকাল। চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল চারপাশ।

তারপর বলল, 'পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যায়, এই দিক দিয়ে কেউ হেঁটে গিয়েছে। পানি দেখলে বোঝা যায়, আশেপাশে পুকুর আছে। গোবর দেখলে বোঝা যায়, এখানে গরু চরানো হয়েছে। তা হলে এই জমিন দেখে কি কিছুই বোঝা যায় না? এই বিশাল আকাশ কি কিছুই প্রমাণ করে না? অবশ্যই প্রমাণ করে যে, এগুলোর একজন স্রষ্টা আছে। আর তিনি হলেন আল্লাহ।'

এটুকু বলে কৃষক আবার কাজে লেগে গেল।

একেবারে হতবাক হয়ে গেল দুষ্ট লোকটি। সে ভাবল, কৃষক সত্যি কথাই বলেছে। নাহ, এখানে থাকা আর ঠিক হবে না।

দ্রুত কেটে পড়ল সে।

বন্ধুরা! কৃষকের পড়ালেখা কম ছিল। তবে তার বিবেক-বুদ্ধি খুব ভালো ছিল। তাই আল্লাহকে সে চিনতে পারল।

যে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা আল্লাহকে চিনতে পারি, তাকে বলে 'ফিতরাত'। সমস্ত মানুষকে আল্লাহ ফিতরাতের ওপর সৃষ্টি করেছেন। আর সবাইকেই তিনি বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন। কেউ যদি পড়ালেখা নাও জানে, তবুও আল্লাহর দেওয়া বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে তাঁকে চিনে নিতে পারবে, ইন শা আল্লাহ।

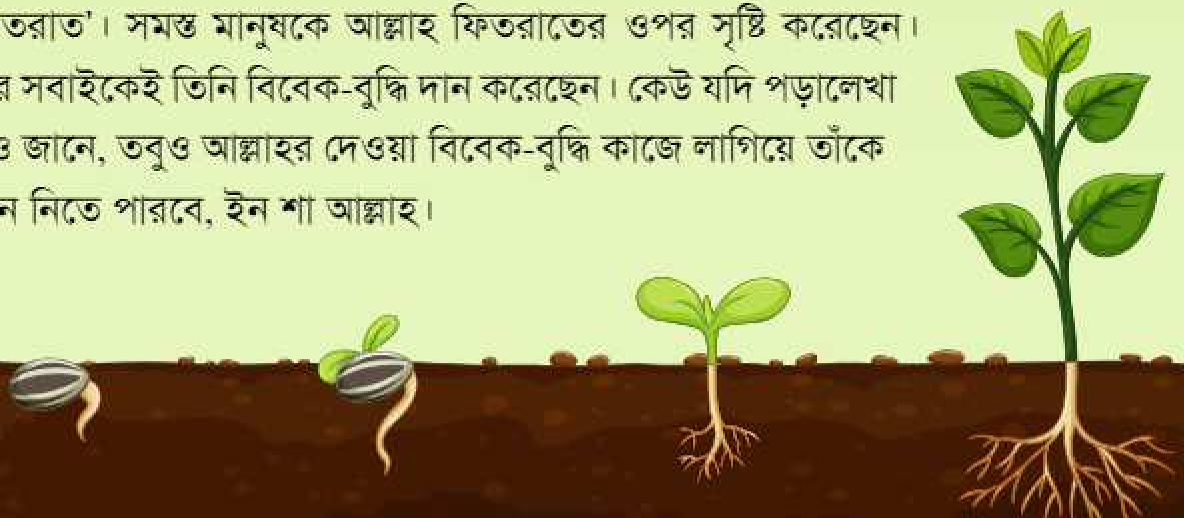

৩

কে তোমার রব?

অনেক দিন আগের কথা। এক গ্রামে এক ব্যবসায়ী ছিল। লোকটির নাম ছিল আযর। সে মূর্তি বেচা-কেনা করত। তার গাঁয়ের লোকজন ছিল মূর্তিপূজারি। তারা বিভিন্ন মূর্তির পূজা করত। বিপদে-আপদে সাহায্য চাইত মূর্তির কাছে।

মানুষের এসব কাজকারবার দেখে একটি ছেলে খুব অবাক হতেন। তিনি ছিলেন আযরের ফুটফুটে সন্তান। তাঁর নাম ছিল ইবরাহীম। খুব বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি।

তিনি ভাবতেন, মানুষগুলো কত বোকা! এরা মূর্তির পূজা করে। অথচ মূর্তি খাবার খেতে পারে না। নড়াচড়া করতে পারে না। একটি মাছিও তাড়াতে পারে না। তবুও কেন মানুষ মূর্তির পূজা করে?

ইবরাহীম (আ.) ভাবলেন, মানুষকে সাবধান করা দরকার। তিনি বাবার কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, 'আব্বু! তোমরা কেন মূর্তির পূজা করো?'

আযর অনেক রেগে গেল। ধমক দিল ছেলেকে। এরপর বলল, 'ছেলে আমার! এইসব কথা বোলো না আর। ওরা আমাদের দেবতা। আমাদের সাহায্যকারী।'

বাবার কথা শুনেও, থামলেন না ইবরাহীম। তিনি গাঁয়ের লোকদের কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, 'মূর্তি তো কিছুই করতে পারে না! কিছুই দিতে পারে না! তবুও তোমরা কেন মূর্তির পূজা করো?'

লোকজন বিরক্ত হলো তাঁর কথায়। সবাই যার যার কাজে চলে গেল।

ইবরাহীম মনে মনে বললেন, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। মূর্তি যে কিছু করতে পারে না, এবার সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

সেদিন ছিল মেলার দিন। লোকজন মেলায় চলে গেল। ইবরাহীম গেলেন না। তিনি বাড়িতেই থেকে গেলেন। এরপর একটি কুড়াল হাতে নিয়ে, ঢুকলেন মূর্তির ঘরে। তিনি কুড়াল দিয়ে মূর্তির ঘাড়ে আঘাত করতে লাগলেন। মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার হতে থাকল।

একে একে সব মূর্তি ভেঙে ফেললেন তিনি। তবে সবচেয়ে বড় মূর্তিটাকে কিছু করলেন না। কুড়ালটা ওটার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিলেন। এরপর চলে এলেন সেখান থেকে।

লোকজন ফিরে এলো মেলা থেকে। এরপর মূর্তির ঘরে ঢুকল। ঢুকেই অবাক হলো। তারা বলাবলি করতে লাগল, এ কী কাণ্ড! মূর্তিগুলোর এই দশা কেন? কে সবকিছু চুরমার করে দিয়েছে!

দুয়েকজন বলল, আযরের এক ছেলে আছে। ওর নাম ইবরাহীম। সে মূর্তির নিন্দা করে বেড়ায়। মূর্তির পূজা করতে নিষেধ করে। এটা হয়তো ওরই কাজ।

সবাই মিলে ইবরাহীমকে ধরল। এরপর জিজ্ঞেস করল, ‘ইবরাহীম! এই কাণ্ড কি তুমি ঘটিয়েছ?’

ইবরাহীম বললেন , ‘তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? বড় মূর্তিটার ঘাড়ে কুড়াল দেখতে পাচ্ছ না? ওটাকে জিজ্ঞেস করো। মূর্তিটাই সব বলে দেবে।’

সবাই বুঝতে পারল, ইবরাহীম-ই এ কাণ্ড ঘটিয়েছে। তারা বলল, ‘মূর্তি উত্তর দেবে কী করে! তুমি কি জানো না, মূর্তি কথা বলতে পারে না?’

এবার কথা বলার সুযোগ পেলেন ইবরাহীম। তিনি বললেন, ‘মূর্তি কথা বলতে পারে না! নড়াচড়া করতে পারে না! একটি মাছিও তাড়াতে পারে না! তবে তোমরা কেন মূর্তির পূজা করো?’

লোকজন নীরব হয়ে গেল। কেউই কোনো কথা বলল না।

আস্তে আস্তে রাত ঘনিয়ে এলো। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল চাঁদটা। ইবরাহীম চাঁদের দিকে তাকালেন। এরপর বললেন, 'চাঁদই আমার রব।'

ভোর হবার আগেই চাঁদ ডুবে গেল। সূর্য উদিত হলো। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। তখন ইবরাহীম সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'সূর্য তো চাঁদের চেয়ে আরও বড়। সূর্যই আমার রব!'

সন্ধ্যা হতেই সূর্য অস্ত গেল। এভাবেই ইবরাহীম লোকদেরকে কৌশলে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র কখনো আমাদের রব হতে পারে না। কারণ এগুলো সবই তো একসময় হারিয়ে যায়। বরং যে আল্লাহ এগুলো সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাদের রব। আল্লাহর হুকুমেই সূর্য উদিত হয়। তাঁর হুকুমেই তা অস্ত যায়। আল্লাহর নির্দেশেই চাঁদ আলো দেয়। আবার তাঁর হুকুমেই ডুবে যায়।

এবার ইবরাহীম তার জাতির উদ্দেশ্যে বললেন— হে আমার জাতি, তোমরা যে সকল বিষয়ে শিরক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। আমি একনিষ্ঠভাবে সেই আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি, যিনি আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিক নই।

ইবরাহীম চাইলেন লোকেরা যেন নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সত্য বুঝে নেয়। এভাবেই তিনি তাদের সামনে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরলেন। সবকিছু আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। তিনি একাই সবকিছু পরিচালনা করছেন। তাই আল্লাহ ছাড়া আমরা কাউকেই সাজদা করি না। আর কারও ইবাদাত করি না।

গল্পটি *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (১/৩২৪) অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে গল্পগুলো

মাঝি ছাড়া নৌকা চলে?

এক কৃষকের গল্প

কে তোমার রব?

চোখ দিয়েই সব দেখা যায় না!

অহংকারী নমরুদ

আল্লাহ্ আমার রব

আল্লাহ্ কখনও ঘুমান না

একশো বছর পর...

কোথাও পানি নেই

অচেনা অতিথি

শিরকের কোনো ক্ষমা নেই

ISBN 978-984-8041-59-8

9 789848 041598 >

আল্লাহ্ আমার রব

লেখক: সত্যায়ন টিম

সম্পাদক: আবদুল্লাহ্ আল মাসউদ

শারঈ সম্পাদক: আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

গ্রাফিক্স: শরিফুল আলম

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২০

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৳১৬০

সত্যায়ন প্রকাশন

ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুঠোফোন: ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৫১

sottayonprokashon